কৃতজ্ঞতাস্বীকার

-: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

একক প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জন করা হয়ত সহজ নয় । তবে , আমার এই একাগ্র প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন একাধিক গুণীজন , সাহায্যকারী ও আত্মীয় , যাঁরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন , প্রেরণা যুগিয়েছেন , উৎসাহ দিয়েছেন ।

এ ব্যাপারে প্রথমেই আমি আমার গবেষণা-নির্দেশক ড· পুলিন দাস (প্রফেসার , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়ের কাছে বিপুলভাবে ঋণী । আমার গবেষণার কাজে এগিয়ে চলার পথে তিনি সর্বদাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন । যে কোন পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে দুরূহ বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার ধারণা স্বচ্ছ করে দিয়েছেন । তাঁর চূড়ান্ত সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণার কাজ কখনই সম্পূর্ণ হতো না ।

বিভাগীয় অধ্যাপক ড· অশ্রুকুমার সিকদার (প্রফেসার , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ), ড· তপোধীর ভট্টাচার্য (রীডার , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ) এবং ড· অচিন্ত্য বিশ্বাসের (সিনিয়ার লেকচারার , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ) কাছেও আমি কৃতজ্ঞ । বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সন্ধান দিয়ে , ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনীয় বইপত্র দিয়ে , উৎসাহ দিয়ে এঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন ।

বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপকগণ - যাঁরা আমাকে সর্বদাই উৎসাহিত করেছেন , তাঁদের প্রতিও রইল আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা ।

এছাড়া , উল্লেখযোগ্য ড· রাধেশ্যাম সাহা , রতন দাশগুপ্ত , নীলাংশু শেখর দাস , পুষ্পজিৎ রায় , প্রভাস চৌধুরী । এইসব অধ্যাপকবৃন্দ আমাকে বই , পত্রপত্রিকা দিয়ে , নানাভাবে সাহায্য করেছেন । আমি কৃতজ্ঞ আমার সহকর্মী শামশী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে , যাঁরা নানাভাবে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন । সহযোগিতা পেয়েছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষিকা — ভগিনী প্রতিম বেলা দাস ও রেখা চক্রবর্তীর কাছেও । এঁদের ঋণ অপরিমেয় ।

শ্রী সুধী প্রধান মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে 'দুখীর ইমান' সহ একাধিক দুষ্প্রাপ্য বই, পত্রপত্রিকা দেখবার সুযোগ দিয়েছেন আমাকে। তিনি পুরনো দিনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্মৃতিচারণা করে, চল্লিশের দশকের যুগটিকে তুলে ধরে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ঋণী আরও অনেকের কাছে। এখানে সবার নামোল্লেখ সম্ভব নয়। তবুও আমার দিদি শীলা সরকার ও জামাইবাবু শ্রী সন্দীপ সরকারের নামোল্লেখ না করলেই নয়। জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে গবেষণা পত্রের ভুল সংশোধনের কাজ-এসবই তাঁরা করে গেছেন নিঃস্বার্থভাবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী, বৈদ্যবাটী গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী (কলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলকাতা), এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা), অহীন্দ্র চৌধুরী নাট্যগ্রন্থাগার (কলকাতা), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, মালদহ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, সামশী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রভৃতি থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। এসব গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীদের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে উল্লেখ করি আমার মা লীলা নন্দী ও বাবা শ্রী মিতীশ ভূষণ নন্দীর নাম। যাঁদের নিরন্তর উৎসাহ, প্রেরণা ও সাহায্য ছাড়া আমার গবেষণা কর্ম কখনই বাস্তব পরিণতি পেত না। আমার গবেষণা কর্ম তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

রাত্রি নন্দী
অধ্যাপিকা
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ)

সামশী মহাবিদ্যালয়
মালদহ